পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে

পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স কেবল এক ভৌগলিক অঞ্চল নয়, এটি একটি জীবমন্ডল (Biosphere)। এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন সামগ্রিক নথি পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীরা খন্ডিতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। আমরা সম্মিলিতভাবে এই গবেষণা সমুহকে একত্রিত করে এবং সঙ্গে আমাদের সংগৃহীত তথ্য যুক্ত করে এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য নথি তৈরি করার উদোগ গ্রহণ করতে পারি।

পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স কেন এক জীবমন্ডল (Biosphere)

এই অঞ্চলটি পূর্ব হিমালয়ের অংশ বিশেষ। ভারতবর্ষের ২টি হট স্পট এবং পৃথিবীর ২৫টি হট স্পট-এর মধ্যে অন্যতম। সারা বিশ্বে ও ভারতবর্ষে এখন হট স্পট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩৪ ও ৪ হয়েছে (Conservation International)। এক শিঙ্গি গন্ডার, সফ্ট সেল্ড কচ্ছপ, রেড পান্ডা এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি এখানে এন্ডেমিক। এই অঞ্চলের ১৬টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি IUCN এর Red Data Book এবং CITES এ উল্লেখিত ১৮টি প্রজাতি রয়েছে। অতীতে এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল বিভিন্ন কারণে খন্ডিত হয়েছে। চা চাষ এবং শষ্য চাষের জন্য এ অঞ্চলের বনভূমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত হয়েছে। এখানকার নদীগুলিতে অত্যাধিক পলি জমে থাকে এবং বালি তোলা হয়। ১৮৯০ বৃটিশরা রাতারাতি ডুয়ার্সের ৩৪১বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে। তখন বনবাসীদের কোন অধিকারই তোয়াক্কা করা হয়নি। একারণে ২০০৬ সালে বনবাসীদের বনের উপর বংশানুক্রমিক অধিকার দেওয়ার আইন তৈরি হয়। কিন্তু তা গুরুত্ব সহকারে পালন করা যায়নি। এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই ভূমিখন্ড (Landscape)এর নথি তৈরি করা দরকার। পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চলের তরাই-ডুয়ার্স বনাঞ্চল, পাহাড় ও সমতল আমাদের গর্ব। এখানকার বন, বন্যপ্রাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র, নদনদী সর্বোপরি এই অঞ্চলের পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থে এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের নথি তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিমালয় এবং তার পাদদেশের এই বৈচিত্রপূর্ণ ভূমিখন্ডের আবহাওয়া একই ধরণের। বাঘ, এশিয়ান হাতি, এক শিঙ্গি গন্ডার, রেড পান্ডা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির বাসস্থান। ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (FSI)-এর তথ্য অনুযায়ী এখানকার বনভূমির গুণগতমানের ঘাটতি ঘটেছে। পুরো অঞ্চলে হিমালয় থেকে নেমে আসা প্রায় একই চরিত্রের নদী পাওয়া যায়, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই ভূখন্ডের বনভূমি বহুধাবিভক্ত।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে

লাটাগুড়ির গাছ কাটা কে কেন্দ্র করে পরিবেশ প্রেমী যৌথ মঞ্চের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ঐ বনাঞ্চলে গাছ কেটে ফেলার প্রভাব ও বিকল্প পথ নির্ধারন করার লক্ষ্যে সমীক্ষা চালায়। বিকল্প পথের প্রস্তাব করে এই সমীক্ষার ফলাফল কেন্দ্রীয় সরকারের MoEFCCকে পাঠানো হয়। MoEFCC, ভুবনেশ্বরের পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরকে ঐ প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেয়। তারা আবার রাজ্য সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলে। পরে তার কোনো ফলাফল আমরা জানতে পারিনি। মূলতঃ সংগঠিত প্রয়াসের অভাবে আমরা লাটাগুড়িতে পিছিয়ে পড়েছি। মাননীয় ন্যাশানাল গ্রীণ ট্রাইবুনাল (কলকাতা)তে নয়ানজুলি রক্ষার মামলায় জিতেও নয়ানজুলির অবক্ষয় রোধ করতে পারিনি। যশোর রোডের দুধারে উন্নয়নের নামে ৪০০০ গাছ কাটা রোধ করা যায়নি। আমরা বিকল্প উন্নয়নের কথা বলেছি। অতীতের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চল এখন বিপদের সম্মুখিন

এই অঞ্চলের ডুয়ার্স এলাকায় একটি রেলপথ একটি ব্যাঘ্র অভায়ারণ্য, একটি জাতীয় উদ্যান এবং তিনটি অভয়ারণ্যকে খন্ডিত করেছে। এই অঞ্চলে দেশের প্রায় ১.৫ শতাংশ হাতি রয়েছে। কিন্তু মানুষ ও হাতির সংঘাত এখানে সর্বাধিক। IPCCর বক্তব্য অনুযায়ী হিমালয়ের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ডুয়ার্সের উপর। ট্যুরিজম শিল্পকে উৎসাহিত করার নামে বনাঞ্চল দখল চলছে। বেশ কয়েকটি লিনিয়ার প্রকল্প অবশিষ্টাংশ বনভূমিকে নষ্ট করতে চলেছে। ফলে বন্যপ্রাণের বাসস্থান খন্ডিত হচ্ছে, মানুষ ও বন্যপ্রাণ সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বন্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার পাহাড় অঞ্চলে ক্রমবর্দ্ধমান বনভূমি হ্রাস, ধ্বসপ্রবণতা বৃদ্ধি এবং প্রস্তাবিত সেবক-রংপো রেলপথ প্রকল্পের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপদের সম্মুখীন।

এই সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমাদের একটি সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। এই অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার নথি তৈরি করলে তা হবে সবার সম্পদ - কোন একটি সংগঠন বা ব্যক্তির নয়।

যে তথ্য আমাদের প্রয়োজন

আমাদের যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা মূলতঃ করতে হবে প্রাথমিক উৎস থেকে এবং পূর্বে সংগৃহীত উৎস থেকে।

যে তথ্যগুলি আমরা সংগ্রহ করতে পারি তা হল-

১) এই অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সম্পর্কে তথ্য।
২) বন্যপ্রাণের যাতায়তের পথ (Corridor) সম্পর্কে তথ্য।
৩) বন্যপ্রাণের বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য।
৪) বন্যপ্রাণের যাতায়তের পথে যে বাধা সমুহ পাওয়া যায় সে সম্পর্কিত তথ্য।
৫) অরণ্যবাসী মানুষ / বনবস্তির মানুষদের থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সম্পর্কিত তথ্য।
৬) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বেআইনি বানিজ্য সম্পর্কিত তথ্য।
৭) অরণ্য সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত তথ্য।
৮) পরম্পরাগত অরণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।
৯) নদী ও জলাভূমির বাস্তুতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ।
১০) প্রস্তাবিত সেবক-রংপো রেলপথ প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য বাস্তুতান্ত্রিক প্রভাবজনিত তথ্য সংগ্রহ।

আমাদের দাবি থাকবে এই অঞ্চলকে Ecosensitive Zone (MoEFCC) হিসেবে ঘোষণা করা এবং সর্বোপরি UNSCO-MABর কাছে সমস্ত ডুয়ার্স অঞ্চলকে Biosphere Reserve হিসেবে ঘোষণা করা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ